প্রতিবাদে সড়কেই শিবিরের প্রতীকী নবীনবরণ

ঝিনাইদহের সরকারি কেশব চন্দ্র কলেজে ছাত্রশিবিরের নবীনবরণ ঘিরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও সংঘর্ষের আশঙ্কায় সব ধরনের সভা, সমাবে, মিছিল-মিটিং ও রাজনৈতিক কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কলেজ প্রশাসন।

নিষেধাজ্ঞার জেরে বৃহস্পতিবার সকালে কলেজের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ ও সড়ক আটকে উন্মুক্ত রাস্তায় প্রতীকী নবীনবরণ অনুষ্টানের আয়োজন করে ইসলামী ছাত্রশিবির।

এসময় কলেজের তালাবদ্ধ প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নেয় পুলিশ। সড়কে ট্রাকের ওপর ভ্রাম্যমাণ মঞ্চে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে জেলা জামায়াতের আমির ও ঝিনাইদহ ২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুল আওয়াল, সদর উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা হাবিবুর রহমান বক্তব্য রাখেন। এ সময় জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবাদ সমাবেশে সদর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা হাবিবুর রহমান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কলেজের প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপাল ফ্যাসিবাদী আচরণ করেছে। নবীনবরণের অনুমতি দিয়েও তারা অনুষ্ঠানের দিন কলেজ বন্ধ করে প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে পুলিশ মোতায়েন করেছে। কলেজ প্রশাসন যে ফ্যাসিবাদী আচরণ করেছে, তার বিচার ঝিনাইদহের মানুষ করবে। প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপালকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

এ সময় বক্তারা, কলেজের প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপালের পদত্যাগ দাবি করেন। পরে ঝিনাইদহ শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে শিক্ষার্থীদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ করে কেসি কলেজ শাখা ছাত্রশিবির। এ সময় ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুর রহমান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

এদিকে এ ঘটনায় সরকারি কেসি কলেজের প্রিন্সিপাল ড. মাসরুর উল আলমের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

শাকসু নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে মেহেরপুরে শিবিরের বিক্ষোভ

শাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ এবং নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বাদ আছর শহরের গড় মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে কোর্ট চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি আব্দুস সালাম। এ সময় আরও বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমানসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মিছিলে উপস্থিত নেতাকর্মীরা বলেন, অতীতে আওয়ামী লীগ সরকার এ ধরনের নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করা এবং দিনের ভোট রাতে করার মতো কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী চরিত্রে পরিণত হয়েছিল।

বক্তারা অভিযোগ করেন, বর্তমানে স্বৈরাচারী সরকারের মতো আচরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা বাংলাদেশের জনগণ মেনে নেবে না।

দর্শনায় রুকন শিক্ষা শিবিরে আব্দুল হালিম

দর্শনায় দিনব্যাপী রুকন শিক্ষা শিবিরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম বলেছেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দুর্নীতিমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত

কল্যাণমুখী রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়। তিনি গতকাল রুকন সন্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা আব্দুল হালিম আরও বলেন, তিনটি বিষয় নিয়ে আগামীতে এগুতে চায় জামায়াত। ফ্যাসিস্টদের বিচার, সংস্কার ও নির্বাচন। পলাতক শেখ হাসিনাসহ ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগের বিচার করতে হবে সবার আগে। এরপর সকল সেক্টরে সংস্কার করে একটি গ্রহনযোগ্য নির্বাচন দিতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আগামীতে ক্ষমতায় এসে দূর্নীতি ও বৈষম্যমুক্ত একটি কল্যানমুখী বাংলাদেশ গড়তে চায়। ইতিপুর্বে আমরা কী দেখেছি ? পুলিশ শুধু মামলা দেয়। আমরা বিগত ১৬ বছরে দেখলাম,পুলিশ বাসা থেকে ধরে নিয়ে এনে চোখ তুলে নেয়,হাত-পা কেটে ফেলে,গুম করে,আয়না ঘরে পাঠিয়ে নির্যাতন করে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আয়োজনে আজ শনিবার দর্শনা অডিটোরিয়ামে সকাল ৮টায় দিনব্যাপী রুকনদের শিক্ষা শিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। শুরুতেই উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও শিক্ষা শিবিরের ব্যবস্থাপক মাওলানা আজিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যশোর- কুষ্টিয়া অঞ্চল পরিচালক মোবারক হোসাইন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন- ৭১ সালের বীর মুক্তিযোদ্ধা, ৫২ ও ৭১ শহীদের তালিকা লিপিবদ্ধ হয় নাই, ২৪ এর জুলাই বিপ্লবের তালিকা করা হয়েছে। ৯৭৩/৯৭৫ জনের তালিকা ১০ খন্ড লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় ২০ হাজার জন পঙ্গুর পাশে দাঁড়িয়েছে জামায়াত, বিগত দিনে বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে নমুনা সৃষ্টি করেছে সংগঠন। আগামীতে আমরা মানবিক বাংলাদেশ তৈরি করতে চাই। এছাড়াও তিনি আনুগত্য,পরামর্শ ও মুহসাবা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় বলেন যে ব্যক্তি আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল। যদি কোন হাবশী ব্যক্তিও নেতা নির্বাচিত হয় তাহলে তার আনুগত্য করতে হবে। যার ঈমান যত শক্তিশালী তার আনুগত্য তত মজবুত। আনুগত্যের পরাকাষ্ঠ দেখিয়েছেন হযরত আবু বকর (রা)। রাসূল সাঃ বলেছিলেন আবু বকর আমাদের হয়তো হিজরত করতে হতে পারে। সেই দিন থেকে আবু বকর দরজায় পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন কখনও বিছানায় পিঠ দিয়ে ঘুমাননি, এক দিন রাতে রাসুল (সাঃ) আবু বকর(রা) দরজায় গিয়ে ডাক দিলেন আবু বকর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো লাব্বাইক ইয়া রাসুল সাঃ, তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন একবারেই তুমি হাজির হলে

কিভাবে? তিনি বললেন আপনি যে দিন থেকে বলেছেন হিজরত করা লাগতে পারে সেদিন থেকে আমি আর বিছানায় ঘুমায়নি, কি আশ্চর্য আনুগত্য ছিল তার। জামায়াতে ইসলামীর চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার আমীর রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রুকন শিক্ষা শিবিরে জেলার ৬ শতাধিক পুরুষ রুকন অংশ নেন।

এতে আরো উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল, জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের, জেলা কর্ম ও শুরা সদস্য বৃন্দ্ব, সকল উপজেলা আমীর ও সেক্রেটারীসহ সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ্ব। শিক্ষা শিবিরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও শিক্ষা শিবির পরিচালক মাওলানা আজিজুর রহমান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান।

এছাড়াও বেলা ৪টায় জেলা কর্মপরিষদ সদস্যের সাথে ও সাড়ে ৪টায় উক্ত অডিটোরিয়ামে জেলা তালিমুল কুরআন সকল বিভাগের দায়িত্বশীল নিয়ে আয়োজিত বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম।

জামায়াতে ইসলামীর চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার আমীর মোঃ রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রুকন শিক্ষা শিবিরে জেলার ৬ শতাধিক পুরুষ রুকন অংশ নেন। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা সহকারী সেক্রেটারী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল, জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের, জেলা কর্ম ও শুরা সদস্য বৃন্দ্ব, সকল উপজেলা আমীর ও সেক্রেটারীসহ সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ্ব। শিক্ষা শিবিরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও শিক্ষা শিবির পরিচালক মাওলানা আজিজুর রহমান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান। বিকাল সাড়ে ৪টায় উক্ত অডিটোরিয়ামে জেলা তালিমুল কুরআনের সকল বিভাগের দায়িত্বশীল নিয়ে আয়োজিত বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম।

বিষয়ভিত্তিক দারসুল হাদিস পেশ করেন অঞ্চল টিম সদস্য সাবেক মাগুরা জেলা আমীর অধ্যাপক আলমগীর বিশ্বাস। চুয়াডাঙ্গা জেলা আমীর রুহুল আমিন তার বক্তব্যে যে অতীত প্রেরণা দেয় এ বিষয়ে রাজশাহী

বিশ্বিবিদ্যালয়ের শহীদ সাব্বির ও শহীদ আজগরসহ শহীদদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে রুকনদের তাদের মত ত্যাগের মহিমা প্রদর্শনের আহবান জানান।

আমরা ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ চাইনা, আমরা যৌক্তিক সংস্কার চাই: শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মঞ্জুরুল ইসলাম বলেছেন, আমরা ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ চাইনা, আমরা যৌক্তিক সংস্কার চাই। তিনি বলেন, আমরা চাই ছাত্ররাজনীতির সংস্কার গবেষণা, এবং তা বাস্তবায়িত হোক। এ লক্ষ্যে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আজ শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার আলাউদ্দিন নগর শিক্ষা পল্লী পার্কের অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ইবি অঞ্চলের সাথী সম্মেলন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক দেশে ভিন্নমতের প্রতি থাকবে সম্মান কিন্তু কেউ যেন স্বৈরাচারী না হয়ে উঠতে পারে, সে ব্যাপারে রাখতে হবে সজাগ ও পূর্ণ দৃষ্টি। এই রাজনৈতিক সংস্কারে অবশ্যই চব্বিশের শহীদদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকতে হবে, তা না হলে ভেস্তে যাবে আমাদের এই স্বাধীনতা।

তিনি আরও বলেন, ছাত্রশিবিরের প্রতিটি কর্মীকে পড়াশোনার পাশাপাশি সুন্দর রাষ্ট গঠনে নিজ নিজ স্থান থেকে কাজ করার আহবান জানিয়ে তিনি আরো বলেন “বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথী ভাইদেরকে দিনে সাংগঠনিক কাজ করার পাশাপাশি গভীর রাতে জায়নামাজে বসে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর সাহায্য চাইতেও আহবান জানান।

ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি আরও বলেন,”বর্তমান

অন্তর্র্বতীকালীন সরকারের কাছে আমাদের জোড়ালো আবেদন বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রণিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে খুব দ্রুত নতুন আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে।

কুষ্টিয়ার শহর শিবিরের সভাপতি হাফেজ সেলিম রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় জামায়াতের সূরা সদস্য ও কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক আবুল হাশেম এবং ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্পাদক মোঃ সুহাইল।

সেসময় কুষ্টিয়া জেলা শিবিরের সভাপতি ইমরান হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা, মেহেপুর জেলা, ঝিনাইদহ জেলা ও শহর শাখার সভাপতিসহ শিবিরের প্রায় দেড় হাজার সাথী উপস্থিত ছিলেন।

১১ জন কারাগারে, ৭ কিশোরকে উন্নয়ন কেন্দ্রে

মেহেরপুরে আটক ১৮ জন শিবির সদস্যদের মধ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় ৭ কিশোর সদস্যদের যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

রবিবার সন্ধায় মেহেরপুর দায়রা জজ আদালতে তাদের নিয়ে আসা হলে ম্যাজিস্ট্রেট এস এম আব্দুস সালাম এ আদেশ দেন। ৭ কিশোর শিবির সদস্য হলো, মেহেরপুর শহরের গড়পাড়ার মাহাবুবুল হাসানের ছেলে সৈয়দ জোবায়ের হাসান (১৫), নতুনপাড়ার লাল মিয়ার ছেলে হৃদয় (১৫), মেহেরপুর শহরের তাতিপাড়ার নুরুল ইসলামের ছেলে কামরুল ইসলাম নাহিদ (১৬), চকশ্যামনগর গ্রামের আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে রোমান (১৪), গ্রামের বজলুর রশিদের ছেলে আবু জাফর (১৬), বন্দর গ্রামের তোরাফ আলীর ছেলে আল সাইফ, মেহেরপুর নতুন পাড়ার সেলিম রেজার ছেলে মাসুদ (১৫)।

এর আগে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শাহিন রেজা বাকি ১১ জন প্রাপ্ত বয়স্ক শিবির সদস্যদের মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানোর

নির্দেশ দেন। বাকি ১১ জন শিবির সদস্য হলো, মেহেরপুর পৌরসভার ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডের মহিলা কাউন্সিলর শিউলি আক্তার(৩২), মেহেরপুর ৫নং ওয়ার্ডের আব্দুর ওহাব মন্ডল এর ছেলে মেহেদী হাসান (২২), সানোয়ার হোসেন এর ছেলে সাখাওয়াত হোসেন (২২), হঠাৎ পাড়ার গিয়াস উদ্দীনের ছেলে আব্দুল্লাহ (১৮), মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামে আবুল কালামের ছেলে রাজু আহমেদ (২২), একই গ্রামের পোড়াপাড়ার আক্কাস আলির ছেলে আবুল হাসান (২২), মসজিদ পাড়ার রফিস উদ্দীন এর ছেলে মাহাবুব (১৮), আজিজুল হকের ছেলে ইকবাল হোসেন (১৮), সদর উপজেলার কামদেবপুর গ্রামে আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে আবুল বাসার (২০), সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের আজিবার আলির ছেলে সাইদুল ইসলাম (১৯), সদর উপজেলা কোলা গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে খালিদ সাইফুল্লাহ (১৮)।

উল্লেখ্য, গত শনিবার মেহেরপুর শহরের শেখ পাড়ার একটি ভাড়া বাড়ি থেকে নাশকতার পরিকল্পনা চলাকালিন সময়ে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে আটক হয় শিবিরের ১৮ জন সদস্য। পরে জেলা গোয়েন্দা কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর আজ রবিবার তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়।

ঝিনাইদহে শিবিরের ১১ নেতাকর্মী আটক করেছে পুলিশ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বেথুলী গ্রাম থেকে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ১১ নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশের দাবি, তারা বেথুলী গ্রামের আফছার উদ্দিনের বাড়ির উঠানে গোপন বৈঠক করছিল। এসময় তাদের কাছ থেকে ২টি ককটেল, দেশীয় তৈরি অস্ত্র, ৪টি লোহার রড, ২টি ছোরাসহ লিফলেট উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার দিবা গত রাতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, ঝিনাইদহ জেলা শিবিরের সাবেক সভাপতি উপজেলার ষাটবাড়িয়া গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে মো: শাহাবুদ্দিন ওরফে সাদ্দাম, কালীগঞ্জ উপজেলা সভাপতি মহেশ^রচাঁদা গ্রামের আব্দুল গফুরের ছেলে সোহাগ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক কমলাপুর গ্রামের লিটন

শেখের ছেলে আল আমিন হোসেন, শিবির কর্মী মাগুরা গ্রামের বাবলুর রহমানের ছেলে বিল্লাল হোসেন, হাসিলবাগ গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে আহসান হাবীব, আব্দুল করিমের ছেলে ইব্রাহিম হোসেন, দামোদারপুর গ্রামের সোলাইমান হোসেনের ছেলে এনামুল ইসলাম ওরফে ইমন, হোসেন আলীর ছেলে মো: হাবিবুল্লাহ, পান্তাডাঙ্গা গ্রামের নাজমুস সাদাতের ছেলে নাজমুস সালেহীন, মাগুরা গ্রামের মৃত কবি বাবর আলীর ছেলে হোসাইন ওয়াইস কুরুনী ও ঘোপপাড়া গ্রামের শাহিনুর রহমানের ছেলে মো: বায়েজীদ বোস্তামী।

কালীগঞ্জ থানার ওসি মুহা: মাহফুজুর রহমান মিয়া জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার বেথুলী গ্রামের একটি বাড়ির উঠান থেকে শিবিরের ১১ জন নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে। নাশকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তারা মিলিত হয়েছিল। তাদেরকে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

মেপ্র/ আরপি